هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক
এবং তোমরা তাদের পোশাক...’
সূরা বাকারা : ১৮৭

দাম্পত্য রসায়ন

(বৈবাহিক জীবনবোধ, রোমাঞ্চ ও ভালোবাসার সাবলীল বোঝাপড়া)

দাম্পত্য রসায়ন

(বৈবাহিক জীবনবোধ, রোমাঞ্চ ও ভালোবাসার সাবলীল বোঝাপড়া)

ড. ইয়াসির ক্বাদি

ফাতেমা মাহফুজ
অনূদিত

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে ইসলাম আমাদের ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নির্দেশনা উপহার দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেবল জানাশোনার অভাবে আমরা নিজেদের মতো এক দাম্পত্য দুনিয়া তৈরি করেছি, যেখানে স্বামী কিংবা স্ত্রী নিজ নিজ অবস্থান ও বুঝের মধ্য দিয়ে যেতে চায়। ফলে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। অভিমান, অভিযোগ, ভুল বোঝাবুঝি, বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দূরত্ব এবং এই ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত বিচ্ছেদ।

প্রতিদিন আমরা দুঃসংবাদের মুখোমুখি হচ্ছি। স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব বাড়ছে, পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। মুসলিম পরিবারগুলোতেও এই ভয়ংকর দানব হাত বাড়িয়েছে। অথচ ইসলামের মৌল অহংকারের জায়গাটাই হচ্ছে পরিবার। পরিরবার সিস্টেম ভেঙেছে তো ইসলামের বুনিয়াদি চর্চার হাত-পা ভেঙে যাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? কখনোই আমরা সমস্যার গভীরে পৌঁছতে চাই না। জেদ, দাম্ভিকতা, আত্মবুঝের আলোকে সব সমস্যা চাপা দিতে চাই। ‘স্বামিত্ব’ কিংবা ‘স্ত্রীত্ব’ নিয়ে আমরা এক প্রান্তিকতার মধ্য বসবাস করি। স্বামী তার স্ত্রীর চোখ দিয়ে কিংবা স্ত্রী তার স্বামীর চোখ দিয়ে জগৎ-সংসারকে দেখার চেষ্টাটাই করে না। পারবারিক সংকটে উভয়ের মনোজগৎকে জানাটা খুব জরুরি।

ড. ইয়াসির ক্বাদি এই ছোট্ট গ্রন্থে দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে ইসলামের বোঝাপড়া তুলে ধরেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। দাম্পত্য রসায়ন নিয়ে খোলামেলা কিছু আলাপ করেছেন এখানে। অনুবাদ করেছেন সম্মানিতা বোন ফাতেমা মাহফুজ। গার্ডিয়ানের সম্পাদনা পরিষদ গ্রন্থটি সহজবোধ্য করতে বেশ পরিশ্রম করেছে। প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আশা করছি, স্বামী-স্ত্রীরা এই গ্রন্থ থেকে কিছুটা হলেও উপকার পাবেন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখককথন

নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য বায়োলজিক্যাল নাকি সোসিওলিজক্যাল? অনেকে তো মনে করেন—ছোটো বয়সে ছেলেকে মেয়ের খেলনা দিলে আর মেয়েকে ছেলের খেলনা দিলে বড়ো হয়ে ছেলের মানসিকতা মেয়ের মতো আর মেয়ের মানসিকতা ছেলের মতো হয়। যদিও বাস্তব গবেষণায় দেখা গেছে—(সূত্র : Brainsex- Anne moir, David Jessel) নারী-পুরুষ উভয়ই আলাদা সত্তা। তাদের আলাদা চাহিদা, কামনা ও শক্তি। রয়েছে আলাদা অনুভূতি, অনুভূতির মাত্রা ও আকাঙ্ক্ষা। ঠিক এই ব্যাপারগুলো না বোঝার কারণে দাম্পত্যজীবনে শুরু হয় মান-অভিমান; এমনকী মামলা-মোকাদ্দমাও। অভিযোগ উঠে জোর করে যৌন সম্পর্ক করার!

দাম্পত্যজীবনে জোর করে যৌনসম্পর্ক কতটা বুদ্ধিদীপ্ত, কতটা সঠিক, সে বিতর্কে না গিয়ে প্রাকৃতিকভাবেই অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের বোঝাপড়াটা অন্তত জরুরি। আর এই প্রাকৃতিক পার্থক্য না জানার কারণে অনেক দম্পতির মধ্যে যৌন অন্তরঙ্গতায় কেউ একাকিত্বে ভোগে, কেউ-বা বিষণ্ণতায়। 'রোমান্টিসিজমের বিচক্ষণতা' যৌনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট।

কীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ককে উপভোগ করা যায়, সেটা ইসলামের মার্জিত শব্দশৈলীর মধ্যে থেকেই ড. ইয়াসির ক্বাদি তাঁর 'Like A Garment' শিরোনামের লেকচারে বর্ণনা করেছেন। এই লেকচারে খুবই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামে 'জান্নাতি হুর' প্রসঙ্গটি; সেইসঙ্গে রোমান্টিসিজমের প্রকারভেদ এবং প্রকৃত সঙ্গী হওয়ার কিছু দরকারি টিপস।

বর্তমান সমাজে এ বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখে 'Like A Garment' শীর্ষক লেকচারটি অনুবাদের লোভ সামলাতে পারিনি। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স' ছোট্ট এই পুস্তিকা 'দাম্পত্য রসায়ন' শিরোনামে প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আমি আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

আশা করি পাঠকসমাজ; বিশেষ করে যারা নতুন বিয়ে করেছেন, উপভোগ্য ও প্রয়োজনীয় কিছু পাঠের মুখোমুখি হবেন।

ফাতেমা মাহফুজ
ঢাকা

সূচনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

দাম্পত্যজীবনকে আনন্দময়, উপভোগ্য ও কল্যাণকর করতে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে একটি উদ্যোগ বলা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনে দম্পতিকে পরস্পরের ‘পোশাক’ (لِبَاسٌ) বলে অবহিত করা হয়েছে। এই উপমাটি দেওয়া হয়েছে কুরআনের অন্যতম সুন্দর, কাব্যিক, ছন্দময় ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ-

‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।’ সূরা বাকারা : ১৮৭

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারির আত-তাবারি (রহ.) বলেন—

‘এই উপমার মাধ্যমে মূলত স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতাকে বোঝানো হয়েছে; যেখানে প্রত্যেক জীবনসঙ্গী পরস্পরকে পোশাকের মতো ঢেকে রাখে, আবৃত করে রাখে।’

আল কুরতুবি (রহ.) আরেকটু যুক্ত করে বলেন—

‘কাপড় যেমন পরিধানকারীকে বাইরের বিভিন্ন (ক্ষতিকর) উপাদান থেকে সুরক্ষা দেয়, তেমনই প্রত্যেক জীবনসঙ্গী পরস্পরকে বাইরের বিভিন্ন আবেগ, কামভাব ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে; যেগুলো মূলত দাম্পত্যজীবনের জন্য ক্ষতিকর।’

এই তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে একত্রিত করলে মোটামুটি যে ভাবার্থগুলো পাওয়া যায়—

- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ যে, তারা যেন একে অপরকে আবৃত করে রাখে; যেভাবে কাপড় মানুষকে আবৃত করে রাখে। লিঙ্গ বা যৌনতা বোঝাতে কুরআনে আরেকটি চমৎকার পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে—‘গাশিয়া’ (غشي)। এর অর্থ হচ্ছে—‘আবৃত করা, আচ্ছাদন করা’।

- পোশাক পরার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শরীরকে আবৃত করা। কারণ, উন্মুক্ত শরীর একটি লজ্জাজনক বিষয়। শরীর; বিশেষত লজ্জাস্থান অন্যের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য পোশাক পরতে হয়। জীবনসঙ্গীও একই ভূমিকা পালন করে। তারা পরস্পরের ভুল-ত্রুটিকে অপরের নজর থেকে গোপন রাখে। নিজেরা এমন বিষয়ের অংশীদার হয়—যা অন্যকে বলা সম্ভব হয় না।

- পরিধেয় পোশাক যেভাবে আমাদের বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদান, যেমন : ঠান্ডা, গরম প্রভৃতি বিষয় থেকে সুরক্ষা দেয়, তেমনি জীবনসঙ্গীও একে অপরকে বিভিন্ন উৎস দ্বারা জাগ্রত মানসিক কামনা থেকে রক্ষা করে।
- পোশাক ছাড়া মানুষ অসম্পূর্ণ ও নগ্ন। পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য হলো—মানুষকে সুন্দর, শোভন ও মার্জিতরূপে উপস্থাপন। একইভাবে জীবনসঙ্গীরাও একে অপরকে সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপন করে। যে এখনও বিয়ের বর্ণিল সোপানে পা দেয়নি, সে কাঁচা ও অপরিপক্ব; অসম্পূর্ণ তার জীবন। অমিত সম্ভবনার পরিব্যাপ্ত দিগন্ত এখনও তার অধরা। সুতরাং সভ্য হওয়ার জন্য পোশাক যেমন একটি অপরিহার্য উপাদান, তেমনি বিয়েও মানুষকে অপেক্ষাকৃত অধিক শালীন ও সভ্য করার পাশাপাশি জীবনে পূর্ণতা এনে দেয় ।
- মানুষের সামনে পোশাক ছাড়া কে হাজির হতে পারে? যার সামান্য লাজ-শরম আছে, তার পক্ষে কিছুতেই এমন কাজ করা সম্ভব নয়। তবে আপনার প্রণয়প্রিয় জীবনসঙ্গীর সামনে পোশাক না থাকলেও সমস্যা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন— একজন জীবনসঙ্গী অপর জীবনসঙ্গীকে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কোনো কিছু গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে কথা বলতে পারে। তারা একে অপরের পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন, গ্রহণ ও পরিত্যাগ করতে পারে।
- পোশাক মানুষের সবচেয়ে নিকটতর জিনিস; যতটুকু নিকট তার স্কিন। ব্যক্তি ও পোশাকের মাঝে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং ‘একে অপরের পোশাক’ বলতে স্বামী-স্ত্রীর গভীর নৈকট্যকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, আক্ষরিক কিংবা রূপক অর্থে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে কিছু আসা উচিতও নয়।

সূচিপত্র

১৩	জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه-এর হাদিস
২২	বৈবাহিক সুখ : শরিয়াহর লক্ষ্য
২৫	কুরআনে বর্ণিত অন্তরঙ্গতা
২৯	ইমাম গাজালি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে পরকালের শান্তি
৩৪	জান্নাতি সুখ
৩৬	আমি তোমাকে বুঝতে চাই
৪১	রোমান্টিক হোন
৪৭	ভালোবাসার ভাষা
৫০	চাপের সময় আমাদের সম্পর্ক
৫৪	উপেক্ষিত গোপন পদ্ধতি
৫৭	মধুর সম্পর্কের চাবিকাঠি
৬১	সর্বশেষ বিবেচিত বিষয়

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা আবদুল্লাহ ইবনে হারাম ﷺ-এর পুত্র। যৌবনের তেজ যখন তাঁর শরীর-মনে, ঠিক তখনই তিনি শাহাদাহ পাঠ করে রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী কাফেলায় শরিক হন। সেই দিক থেকে তিনি আনসারিদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ ঐতিহাসিক আকাবার শপথ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পেয়েছিলেন দীর্ঘ হায়াত। তিনি বিপুল হাদিস বর্ণনা করেছেন। সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

জাবির ﷺ ১৭ বছর বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে হারাম ﷺ উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। পিতার অনুপস্থিতিতে বেশ সাদামাটা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাঁর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। হাদিসে জাবির ﷺ-এর বিয়ের উল্লেখ রয়েছে।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন—তিনি এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। কাফেলা মদিনা শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলে তিনি বেশ দ্রুত বেগে চলা শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তাড়াহুড়োর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন—'আমি কিছুদিন হলো বিয়ে করেছি।'

নবিজি বললেন—'বিধবা নাকি কুমারী?'

জবাবে জাবির ﷺ বলেন—'বিধবা'।

তখন নবিজি ﷺ বললেন—'কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তার সাথে খুনশুটি করতে পারতে, সেও তোমার সাথে করত। তুমি তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাত।'

জাবির ﷺ বলেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আমার আব্বা উহুদ যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তিনি কয়েকজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। এ অবস্থায় আমি চাইনি, আমার বোনদের বয়সি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে; বরং বয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করেছি—যাতে সে তাদের আদর-যত্ন ও দেখভাল করতে পারে।'

নবিজি বললেন—'তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ।'

এই ঘটনাটি একটি বড়ো হাদিসের অংশবিশেষ। হাদিসটি ‘জাবির ﵁-এর হাদিস’ বলে খ্যাত। এই হাদিসটি দাম্পত্য রসায়নের অনেকগুলো বিষয় ধারণ করে।

এই হাদিসে আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাবিরকে সংকোচহীন সরল প্রশ্ন করেছেন। মূলত এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন, জাবির এমন একজন মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুক—যার সাথে তিনি আমোদ-প্রমোদ, খুনশুটি করতে পারবেন এবং স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়, বিয়ের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে—একে অপরের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি লাভ করা।

এখানে যৌন আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারটি সরাসরি উল্লেখ না করে উহ্য রাখা হয়েছে। অতএব, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—কুরআন ও সুন্নাহ যৌনতার বিষয়ে নিঃসংকোচে কথা বলেছে; কোনো রাখঢাক না রেখেই। তবে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন শব্দের ব্যবহারও সেখানে নেই; বরং এ জাতীয় শব্দ ও মন্তব্যগুলোর বিরুদ্ধে ইসলাম খড়্গহস্ত। সুতরাং আমাদের মনোভাব, চিন্তা, কথা বলার ধরন এমনই দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়; তবে যেখানে শালীনতা থাকবে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র উল্লেখ করে হাফিজ ইবনে হাজর (রহ.) বলেন, এই হাদিসের আরেকটি বাক্য রয়েছে; তা হলো—

> ‘তুমি একজন যুবতি কন্যা ও তার মুখের লালা হতে নিজেকে বঞ্চিত করলে কেন?’

এখানে ‘যুবতি মেয়ের লালা’ শব্দটি একটু অন্যরকম মনে হতে পারে। তবে এর ব্যাখ্যায় আল কুরতুবি (রহ.) বলেন—‘এই শব্দ দ্বারা ঠোঁটে চুমু দেওয়া এবং জিহ্বা লেহনকে বোঝানো হয়েছে।’ তা ছাড়া এই শব্দ দ্বারা চরম কামুকতা তথা উত্তেজিত আবেগে চুমু দেওয়াকেও বোঝানো হতে পারে।

নবিজি ﷺ-এর এই নিঃসংকোচ সরল শব্দের ব্যবহার দেখে হয়তো অনেকেই চোখ কপালে তুলেছেন। এমনটা হওয়ারই কথা। কারণ, আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও রোমান্টিসিজমের বিষয়গুলো কলুষিত ও খারাপ শব্দে ব্যক্ত করা হয়। আমরা মনে করি—এগুলো তো অশালীন। তাই কোনোভাবেই এমন নিঃসংকোচ সরল শব্দ জনসম্মুখে উচ্চারণ করা শালীনতার পরিপন্থি। বিপরীত দিকে কি ঘটে জানেন? আজকাল অনলাইন ও অফলাইনে অবৈধ সম্পর্কগুলো বুক উঁচু করে বলে বেড়ানো হচ্ছে। এখানে শালীনতার কোনো বালাই নেই।

মূলত আমোদসংক্রান্ত, হাস্যরসাত্মক ও খুনশুটিমূলক শব্দগুলোই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যজীবনের রোমাঞ্চ, আকর্ষণ ও আবেদন বাড়িয়ে তোলে। আমরা ভাবি—ইসলাম রসকষহীন, নির্জীব, কাটখোট্টা

টাইপের একটি ধর্ম। অথচ রাসূল ﷺ বৈবাহিক সম্পর্ককে পূর্ণতা দিতে শালীন উপায়ে স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্য দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ-এর সিরাত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় (বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মোয়ামেলাতসংক্রান্ত অংশটুকু) যেকোনো বিচার-বিবেচনায় স্ত্রীদের প্রতি তিনি ছিলেন একজন আদুরে, যত্নবান, ভদ্র, সহানুভূতিপরায়ণ ও রোমান্টিক স্বামী। এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মের (বিশেষ করে খ্রিষ্টান চিন্তাশীলদের) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেশ আলাদা, ব্যতিক্রম। সেন্ট অগাস্টিন ছিলেন সম্ভবত গোড়ার দিকের খ্রিষ্টান ধর্মের একজন একক ধর্মতত্ত্ববিদ। তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো—

‘যৌন আকাঙ্ক্ষা মূলত কলুষিত, কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হওয়ার মতো একটি অশ্লীল কাজ।’

তার এমন মন্তব্য পরবর্তী যুগের খ্রিষ্টানদের যৌনতাবিষয়ক চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে; এমনকী ‘যাজকের বিবাহ নিষেধ’ তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি হিসেবেও তার এই মন্তব্য ব্যবহার করা হয়। তাই অনেক খ্রিষ্টান যৌনতা বিষয়ে ইসলামের এই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যায়। ইসলামের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষের ধারণা—‘ইসলাম একটি কামুক ধর্ম’।